প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা

# শিক্ষার্থীর স্বার্থ প্রাধান্য পাক

সম্পাদকীয়

প্রকাশ: ১৯ এপ্রিল ২০২৬ | ০৬:৫৯

| প্রিন্ট সংস্করণ

- অ +

বুধবার হইতে আরম্ভ হওয়া ২০২৫ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মহলে যেই প্রশ্নের জন্ম দিয়াছে, তাহা সংগত বলিয়া আমরা মনে করি। পরীক্ষাটি এমন সময়ে শুরু হইয়াছে যখন শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণির সাড়ে তিন মাস সময় অতিক্রম করিয়াছে। অভিভাবকরা অভিযোগ করিয়াছেন, শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠ গ্রহণ করিবার ফলে অনেকের নিকট পঞ্চম শ্রেণির বই-নোট না থাকিবার কারণে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। উল্লেখ্য, গত বৎসর হঠাৎ অন্তর্বর্তী সরকার যখন প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা প্রবর্তন করিয়াছিল, তখনই বিষয়টি লইয়া বিভিন্ন অংশীজন সমালোচনা করিয়াছেন। এমনকি নানা অব্যবস্থাপনার কারণে গত বৎসরের ডিসেম্বরে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় নাই। পরীক্ষাতে

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকিবার কারণে আদালতের নির্দেশে উহা স্থগিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় শিক্ষাবর্ষের বেশ খানিকটা অংশ অতিক্রান্ত হইবার পর এই পরীক্ষা লওয়া জরুরি ছিল কিনা- সেই প্রশ্ন উঠিতেই পারে।

আমরা জানি, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর পাবলিক পরীক্ষার চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী মহলের পরামর্শের ভিত্তিতে ১৬ বৎসর পূর্বে পরীক্ষাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোনো প্রকার ব্যাখ্যা না দিয়াই অন্তর্বর্তী সরকার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় পরীক্ষাটি চালু করে। মূলত সেই সিদ্ধান্তই বিএনপি সরকার বাস্তবায়ন করিল বিনা পর্যালোচনায়। অভিযোগ রহিয়াছে, বৃত্তি পরীক্ষার কারণে গাইড বই ও কোচিং ব্যবসার প্রসার ঘটিতে পারে, যাহা ইতোমধ্যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের সহিত সাংঘর্ষিক বলিয়া সর্বমহলে স্বীকৃত। বৃত্তি পরীক্ষা মেধাবীদের উৎসাহিত করিবার কার্যকর উপায় হইতে পারে। কিন্তু তাহার সময়সূচি যদি শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক একাডেমিক ধারাকে ব্যাহত করে, তাহা গ্রহণের কোনো কারণ থাকিতে পারে না। বিশেষ করিয়া প্রাথমিক স্তরের শিশুদের ক্ষেত্রে সময় ও প্রস্তুতি এইখানে গুরুত্বপূর্ণ।
এই ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের আরও দূরদর্শী হওয়া প্রয়োজন ছিল। আদালতের কারণে পরীক্ষা স্থগিত হইয়াছিল- সেই বাস্তবতা আমলে লইয়া এপ্রিল মাসের পরিবর্তে বৃত্তি পরীক্ষাটি অন্তত এই বৎসরের জন্য স্থগিত করাই যথার্থ হইত। সমকালের প্রতিবেদনে আসিয়াছে, রাজধানীর একটা পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ জানাইয়াছেন, তাহারা বৃত্তি নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করিতেছেন। অর্থাৎ বৃত্তির পরিমাণ, প্রাপকের সংখ্যা, বিতরণ পদ্ধতি এবং সরকারি-বেসরকারি শিক্ষার্থীর জন্য বরাদ্দ তথা সকল বিষয় নূতনভাবে নির্ধারণ করা হইবে। ভালো হইত, চলমান বৃত্তি পরীক্ষাটি বন্ধ করিয়া সরকার যদি উক্ত পরিকল্পনা লইয়া সকল অংশীজনের সহিত আলোচনায় বসিতেন।

দুঃখজনক হইলেও সত্য, শিক্ষার বিষয়ে হঠাৎ সিদ্ধান্তের যেই ধারা চলিয়া আসিয়াছে, বর্তমান সরকারও সেই ধারায় গা ভাসাইতেছে। আমরা মনে করি, শিক্ষা ব্যবস্থায় যেই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিকল্পনা ও গবেষণা দরকার। পূর্বের ন্যায় সরকারের যখন যাহা অভিপ্রায়, তাহার প্রয়োজনীয়তা নিরীক্ষা না করিয়াই শিক্ষার্থীদের উপর চাপাইয়া দেওয়া কল্যাণকর নহে। ইতোপূর্বে অকস্মাৎ সরকার বলিয়াছে, আগামী শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তির ক্ষেত্রে লটারি বাদ দিয়া পরীক্ষা হইবে, যাহা যথেষ্ট সমালোচনার জন্ম দিয়াছে।

আমরা চাই, প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষাটি আদৌ জরুরি কিনা, সেই ব্যাপারে সরকার চিন্তাভাবনা করুক। মেধাচর্চার কথা বলিয়া যেন উহা শিশুদের জন্য চাপের কারণ না হয়, তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে স্পষ্ট নীতিমালা ও বাস্তবসম্মত শিক্ষাপঞ্জি প্রণয়ন করিতে হইবে। শিক্ষার্থীর স্বার্থই শিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু– এই সত্য বিস্মৃত হওয়া চলিবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে কেবল জনপ্রদর্শন কিংবা জনতুষ্টিবাদী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপেক্ষা ভবিষ্যৎ ভাবিতে হইবে।